যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পি এইচ ডি) উপাধির আংশিক শর্ত পূরণে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ এর সংক্ষিপ্তসার

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭)

গবেষক

আজহারুল মিদ্দা

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0402717

রেজিস্ট্রেশন তারিখ: 12/12/2017

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

প্রফেসর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কলকাতা ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৪

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পি এইচ ডি) উপাধির আংশিক শর্ত পূরণে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ এর সংক্ষিপ্তসার

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭)

গবেষক

আজহারুল মিদ্দা

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI0402717

রেজিস্ট্রেশন তারিখ: 12/12/2017

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়

প্রফেসর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

কলকাতা ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২৪

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পি এইচ ডি) উপাধির আংশিক শর্ত পূরণে প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ-এর সংক্ষিপ্তসার

[শিরোনাম]

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭)

ভূমিকা:

বিংশ শতকের মধ্যভাগের পর বাংলায় গড়ে ওঠা শিল্প এবং কলকারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে বাংলার শ্রমজীবী মানুষদের কর্ম এবং জীবন সংগ্রামের ইতিহাসগুলি স্বনামধন্য গবেষক ও ঐতিহাসিকদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। শ্রমিক ইতিহাসের এই কাজগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোয় পুঁজি শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবকাঠামোর দিকগুলি উঠে এসেছে। যদিও শ্রমিক ইতিহাসের ক্ষেত্রটি প্রথমিক পর্বে পশ্চিমী দেশগুলিতে সংগঠিত হয়েছিল। এই শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভবে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে শিল্প বিপ্লবের বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষত ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতি তাদের উপনিবেশ শাসিত দেশগুলিতে শিল্পায়নের মাধ্যমে সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল। একইভাবে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কর্ণধার দেশ ব্রিটেন ভারতে শিল্পায়ন ঘটিয়েছিল। হুগলী নদীর তীরে কলকাতা শহর এবং বন্দরটি ঔপনিবেশিক বাংলায় বিভিন্নপ্রকার শিল্প এবং কলকারখানা গড়ে উঠতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল যার অন্তরালে ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকেই কলকাতা রাজধানী শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ এবং কলকাতা বন্দরের অনুকূল ভৌগলিক অবস্থান। এই বন্দরের মধ্যদিয়ে বহির্দেশীয় এবং অভ্যন্তরীণ নদীকেন্দ্রিক উপকূলবর্তী বাণিজ্যের রমরমা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল। যদিও চট্টগ্রাম বন্দরটির মধ্যদিয়েও বাণিজ্যিক কার্য সম্পন্ন হতে দেখা গিয়েছিল, তবে কলকাতা ঔপনিবেশিক ভারতের রাজধানী শহর (১৯১১ সাল পর্যন্ত) হওয়ায় কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে বন্দর পরিকাঠামোর সংস্করণ হতে দেখা গিয়েছিল। কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে হুগলী নদী তীরবর্তী অংশে গড়ে

ওঠা শিল্প-কারখানাগুলিতে বাংলার বহু শিল্প শ্রমিকের আগমন ঘটেছিল। অন্যদিকে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে এই ক্ষেত্রটিতেও বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের চাহিদা দেখা দিয়েছিল। এই কর্মস্থলে মূলত নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ এসকল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে মুসলিম পরিবারের বহু কর্ম সন্ধানী যুবক এবং বাংলার নিম্ন গাঙ্গেয় জেলার কিছু মানুষ বংশগত কর্মসূত্রে কলকাতা বন্দরের মধ্যদিয়ে জাহাজের কাজে নাবিক হিসাবে যোগদান করেছিল। যদিও বাংলার বহু মাঝি-মাল্লারা নদীকেন্দ্রিক ছোট বোট নৌকাগুলিতে কর্মসম্পাদন করত, তবে বাংলার নাবিকরা জাহাজের কাজেই নিজেদের পরিচয় বহন করেছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে এবং বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে বাংলার নাবিকেরা নিজেদের ধীরে ধীরে সংগঠিত করেছিল। তাদের সংগঠিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় শিপিং কোম্পানিগুলির এবং দেশীয় মধ্যস্বত্বভোগী ঘাট সারেং প্রকৃতির দালালদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ, কর্মক্ষেত্রে বর্ণগত বৈষম্য জনিত বেতনগত ভেদাভেদ প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শাসানে অবকাঠামোগুলির অপসারণ ঘটানো। ১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটেন মিত্রপক্ষে যোগদান করে যার ফলে ব্রিটেনকেও যুদ্ধের বহু ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল এর ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক এবং সামরিক ব্যয়ভারের অধিকাংশ ঔপনিবেশিক ভারতের উপর চাপানো হয়েছিল। এই মাত্রাতিরিক্ত অর্থনৈতিক শোষণ ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকসহ সাধারণ জনগণকে বিচলিত করে তুলেছিল যেখানে বাংলার নাবিকেরাও ব্যতিক্রম থাকেনি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ১৯১৯ সালে ওয়াশিংটনে ILO প্রতিষ্ঠালাভ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা যা সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঘটনা সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকদের স্থান, কাল ও ক্ষেত্র বিশেষে সংগঠিত হওয়ার বার্তা দিয়েছিল। এর ঠিক পরের বছর ১৯২০ সালে জেনেভাতে যে ILO –র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে বাংলার নাবিক সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গিয়েছিল। এই একই সময়ে ভারতে AITUC নামক শ্রমিক সংগঠনটির প্রতিষ্ঠালাভ প্রতিটি ক্ষেত্রের কর্মী শ্রমিকদের এক ছত্রতলে নিয়ে এসেছিল। আবার যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নানা বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে এই ১৯২০ সালেই বাংলায় নাবিক স্বার্থে একটি পরিপক্ক ইউনিয়ন রূপে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) গড়ে উঠেছিল। এই সীমেন্স ইউনিয়নটি ছাড়া বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়ন, ইন্ডিয়ান

কোয়ার্টার মাস্টার ইউনিয়ন, ন্যাশানাল সীমেন্স ইউনিয়ন নামক বাংলার আরও কিছু গড়ে ওঠা সীমেন্স ইউনিয়ন নাবিক স্বার্থে অবদান রেখেছিল, তবে নাবিক স্বার্থে ISU –এর ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী। এই সীমেন্স ইউনিয়নগুলি বাংলার নাবিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়াগুলি পূরণ করার জন্য ইউরোপীয় শিপিং কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলার নাবিকেরা বহিঃসমুদ্রে শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণ জনিত নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিল। এছাড়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নাবিকদের বেতনে ঔপনিবেশিক শোষণের ছাপ পড়তে দেখা গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির ক্রমাগত শোষণে বাংলার নাবিকেরা অনেক সময় বহির্দেশে জাহাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ভিন্ন জীবিকা গ্রহণ করেছিল। আবার নদীকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ জলপথগুলিতে যে বিদেশী জলযানগুলি চলাচল করত সেখানেও বাংলার নাবিকেরা শোষিত হয়েছিল। বাংলার নাবিকেরা ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নিজেদের পরিচালিত করেছিল যা ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত এই ঘটনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করেছিল।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা:

বিংশ শতকের মধ্যভাগের পর শ্রমিক ইতিহাস নিয়ে কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হতে দেখা গিয়েছিল। প্রাথমিক পর্বে পশ্চিমী দেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলনের সম্প্রসারণ হতে দেখা গিয়েছিল। প্রসিদ্ধ দুইজন ঐতিহাসিক ই. পি. থমসন এবং এরিক হবসবম[১] এই শ্রমিক ইতিহাসকে নতুন করে পরিবেশন এবং চৈতন্যের দ্বারা উপস্থাপন করেছেন। থম্পসনের মূল গবেষণা *The Making of the English Working Class*[২] শ্রমিক ইতিহাসবিদদের জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে যা সাধারণত সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে শ্রমিক ইতিহাস নিয়ে অধ্যয়নের গুরুত্ব সনাক্ত করার ক্ষেত্রে অনেকটা প্রভাবশালী ছিল। ভারতেও একদল ঐতিহাসিক শ্রমিকদের ইতিহাসকে উপযুক্ত তথ্য সম্ভার দ্বারা উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে আলোকিত করেছেন। সনৎ কুমার বোস[৩] এর মতো প্রবীণ ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতগণ বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুকোমল সেন[৪], দীপেশ চক্রবর্তী[৫], নির্বাণ বসু[৬], রণজিৎ দাশগুপ্ত[৭], অমিয় কুমার বাগচী[৮], শুভ বসু[৯] প্রমুখরা বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের গবেষণা কাজে পারদর্শিতা

দেখিয়েছেন। এছাড়াও বাংলার নারী শ্রমিকদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা কার্যের দ্বারা শমিতা সেন[১০] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ভারতীয় নাবিকদের সীমিত সংখ্যক কাজের দিকগুলি যেমন নিয়োগ পদ্ধতি, সামুদ্রিক আইন দ্বারা ভারতীয় নাবিকদের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ, বহির্দেশীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক, ভারতীয় নাবিকদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসারী হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা এসকল বিষয়গুলির উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বাংলার শ্রমিক ইতিহাসের গবেষণা কার্যের তালিকা দেখলে দেখা যায় বিংশ শতকে বাংলার নাবিক শ্রমিকদের গবেষণা মূলক কাজ নিয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়নি। তবে অনেক ঐতিহাসিকগণ তাঁদের সূক্ষ্ম অধ্যয়নের মাধ্যমে ভারতীয় নাবিকদের জীবনযাত্রাকে আলোকপাত করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক ইতিহাসে এই নাবিকদের গতিবিধিকে অবলোকন করেছেন। বাংলার নাবিক সংগঠন গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্বে অংশটির ঘটনা বিবরণী, কলকাতার অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়নের পাশাপাশি সীমেন্স ইউনিয়ন (Seamen's Union) গঠনের বিশেষত্বের কথা রজত রায়[১১] এবং সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়[১২] গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করেছেন। ফারহিন খানাম *Labour and union formation in late colonial Calcutta: A case study of the Indian Seamen's Union* বিষয় নিয়ে M. Phil. গবেষণা কার্যটির মধ্যদিয়ে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিংশ শতকে নাবিক সংগঠন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া এবং কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক শ্রমিকদের ইতিহাসকে অনুধাবন করার পূর্বে ঔপনিবেশিক ভারতে নাবিকদের নিয়ে গবেষণা কাজগুলির প্রতি অবলোকন করতে হবে। *Indian Shipping: A History of the Sea-Borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Times* গ্রন্থটিতে ১৯১২ সালে কলকাতার একজন তরুণ ইতিহাসবিদ রাধাকুমুদ মুখার্জী (Radha kumud Mookerji) দেখিয়েছেন প্রাচীনকাল থেকে ভারত বহির্দেশীয় সমুদ্র বাণিজ্যিক এবং জাহাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছিল। সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য, সমুদ্রপথে যাত্রা করার বিষয়গুলি গ্রন্থে জায়গা পেলেও জাহাজে নাবিকদের কর্মগত দক্ষতা এবং এখানে এদের কর্মজীবন কীভাবে অতিবাহিত হয়েছিল তা অধরাই রয়ে গেছে।[১৩] অ্যারন জাফর

(Aaron Jaffer) দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক সময়কালে ব্রিটিশ জাহাজগুলিতে ক্যাপ্টন এবং ক্রুদের মধ্যে বিভিন্ন কারণ বশত দ্বন্দ্ব হওয়া ছিল সাধারণ ঘটনা। জাহাজে লস্করদের থাকার ব্যবস্থা, খাবারদাবারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে নাবিকরা জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারত না এবং এরই সাথে তাদের ক্যাপ্টেনের শর্ত এবং নিয়মগুলি পালনের জন্য অবিরত প্রস্তুত থাকতে হত। পূর্বে জাহাজের কোনো ঘটনার কথা নাবিকদের জাহাজে কাজের সময়কালে কর্মীদের মধ্যে আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাহাজী নাবিক শ্রমিক এবং অফিসারদের সাথে মধ্য সমুদ্রে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়ার ফলে এই প্রকার শ্রমিকদের অনেক সময় গুপ্ত হত্যা করে ফেলা হত। নাবিকেরা আন্দোলনের মাধ্যমে এই ঘটনাগুলির তীব্র বিরোধিতা করেছিল।[১৪]

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের বন্দরগুলিতে নাবিকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, জাহাজে নাবিকদের বেতন, কাজের সময়সীমা আবার ভারতীয় নাবিকদের কাজের নিয়ম ভঙ্গ করে জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে দেশান্তরিত হয়ে অন্যদেশে নাগরিকত্ব নেওয়ার ঘটনাগুলি গোপালন বালাচন্দ্রন (Gopalan Balachandran) সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। জাহাজের কর্মীদের সমস্যা জনিত করণে সময় বিশেষে নাবিকেরা একত্রিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজি শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।[১৫] রোজিনা ভিস্রাম (Rozina Visram) এশিয়ার লস্করদের ব্রিটেনে অভিবাসনের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৬০০-১৯৪৭ সময়কালে অভিবাসী এই নাবিকদের জাহাজে কর্ম এবং জীবন প্রক্রিয়া কীরূপ ছিল তা তিনি বর্ণিত করেছেন।[১৬] বিবেক বাল্‌দ্‌ (Vivek Bald) বাংলার লস্করদের নিউ ইয়র্ক বন্দরে Ship jumping করে জাহাজ থেকে চুক্তি ভঙ্গ করে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এই সকল নাবিকেরা নিজেদের জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবিকা অবলম্বন করেছিল এবং পরবর্তীকালে U.S.A. তে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল।[১৭] লোরা তাবিলি (Laura Tabili) তাঁর '*We ask for British Justice': Workers and Racial Differences in Late Imperial Britain* গ্রন্থে কৃষ্ণকায় দেশীয় নাবিক অর্থাৎ অ-ইউরোপীয় জাহাজ কর্মীদের পাশাপাশি লস্করদের সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা জাতিগত এবং বর্ণগত বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বৈষম্যের জন্য দেশীয় এবং ইউরোপীয় নাবিকদের বেতন, খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তিনি লস্করদের মধ্যে লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে অন্য সকল পণ্ডিতদের সাথে বিতর্ক করেছিলেন। শিপিং মালিক এবং কর্মকর্তারা জাহাজে

লস্কর হিসাবে স্টুয়ার্ড এবং বাবুর্চির কাজে যোগদানের জন্য পুরুষ লস্করের তুলনায় মহিলা লস্করদের অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছিল।[১৮] রভি আহুজা (Ravi Ahuja) ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের শেষদিকে উপমহাদেশীয় লস্করদের শ্রমের বাজার ক্ষেত্রর দিকটি পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর স্টিমশিপ শ্রমিক নিয়োগের কাঠামো নিয়ে গবেষণামূলক কাজটি অন্য সকল গবেষক এবং পণ্ডিতগণের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে লস্করগণ আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক শ্রম বাজারে দেশীয় কিছু নাবিকদের অধীনস্ত থেকে কাঠামোগত ক্ষেত্র তৈরী করেছিল। লস্করেরা আংশিকভাবে এবং অস্থায়ীভাবে কর্মজগতের ক্ষেত্রে অবকাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য তারা পুনর্গঠিত হয়েছিল।[১৯]

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের পর বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মঘট এবং আন্দোলনগুলি নিয়ে গবেষণাকার্য চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় বিংশ শতকের বাংলার আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কীরূপ ছিল সে বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে তীব্র ঔপনিবেশিক শোষণে বাংলার নাবিকদের দৈনন্দিন জীবন অনেকটা কষ্টকর হয়ে ওঠে যার ফলে তারা তাদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য মালিক পক্ষের কাছে দাবিগুলি উত্থাপিত করেছিল। পুঁজিবাদী মালিকেরা পুঁজি স্বার্থের জন্য নাবিকদের বেতন বৃদ্ধি জনিত দাবিগুলি মেনে নেয়নি। এরফলে নাবিকদের মধ্যে অসন্তোষের দানা বেঁধেছিল যার ফলে তারা সংগঠিত হয়ে ধর্মঘট এবং আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। এই ধর্মঘট এবং আন্দোলনগুলিকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল। এই ইউনিয়নটি নাবিকদের যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা, ক্ষতিপূরণ, ঘাট সারেংদের অবৈধ অর্থ আত্মসাৎ এবং নাবিকদের অভাব অভিযোগগুলি শিপিং কোম্পানিগুলির কাছে উপস্থাপন করেছিল। পরবর্তী দিনগুলিতে শিপিং মালিকদের গতিবিধির উপর নজর রেখে নাবিকদের সংগঠিত করে আন্দোলন পরিচালিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে নাবিকদের জাহাজে কর্মজীবনের নিরাপত্তা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল এরফলে নাবিকেরা মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি উত্থাপন করেছিল। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি জনিত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিশক্তির নেতিবাচক মনোভাবগুলি বাংলার নাবিকদের সম্মিলিত হয়ে সমাবেশ এবং ধর্মঘটে নামতে বাধ্য করেছিল। ধর্মঘট এবং সমাবেশগুলি তাদের দাবি পূরণে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল যা তাদের জীবন সংগ্রামের একটি অন্যতম নিদর্শন হয়ে উঠেছিল।

বাংলার নদীপথে চলাচলরত জলযানগুলিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ফেরী, জন পরিবহণ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছিল। এই চলাচলকারী জলযানগুলির অধিকাংশই ইউরোপীয় কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত হত এবং এখানেও বাংলার নাবিকদের কর্মসম্পাদনের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল, কারণ ইউরোপীয় মালিকানাধীন স্টিমশিপ বোটগুলিতে কর্মরত বাংলার নাবিকেরা পুঁজি শোষণের শিকার হয়েছিল। এখানে কর্মরত বাংলার নাবিকেরা ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা লঞ্ছিত হয়েছিল। এই বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে ইউরোপীয় নাবিকদের সঙ্গে বাংলার নাবিকদের কর্ম এবং বর্ণগত বিভাজন তৈরি হয়েছিল। নদী এবং উপকূলীয় বাণিজ্যিক জাহাজগুলিতে মেটস্, মাস্টার এবং সারেংরা (এখানে সারেং বলতে জাহাজ পরিচালনার প্রধান কর্তাকেই বোঝানো হয়েছে, এরসঙ্গে ঘাট-সারেংয়ের ভ্রান্তি ঘটানো কাম্য নয়) ছিল উচ্চ পদাধিকারী কর্মকর্তা। এই পদগুলি বিশেষত ইউরোপীয় নাবিকদের জন্যই সংরক্ষিত থাকত, তাই এরা এই উচ্চ পদগুলি খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারত। তবে বাংলার নাবিকরা দীর্ঘদিন ধরে জলযানগুলিতে কঠোর পরিশ্রম করে তাদের কর্ম অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পদোন্নতি ঘটিয়ে উপরিউক্ত পদগুলিতে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় দেশীয় নাবিক বা লস্করদের নদীকেন্দ্রিক এবং উপকূলবর্তী জলযানগুলিতে কর্মসম্পাদনের দিকটি লক্ষ্য করার পূর্বে বাংলার ভৌগলিক অবস্থানের বিষয়টির প্রতিও বিশেষ নজর প্রদান করা হয়েছে, যেখানে অসংখ্য নদ–নদীর গতিপথ এবং প্রাকৃতিক রূপ ও বৈচিত্র্যের প্রতি নাবিকরা ওয়াকিবহাল ছিল। বাংলার নদীকেন্দ্রিক ভৌগলিক অবস্থানের দিকটি আলোচনার ক্ষেত্রে দুই ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বাংলার জেলার District Gazetteer গুলি এবং নীলমণি মুখার্জীর (Nilmani Mukharjee) লেখা *The Port of Calcutta, A Short History* গ্রন্থটির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। বাংলার নাবিকদের বহির্দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মকালীন সময়ে ন্যায্য বেতন কাঠামোর দাবি, বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধাচরণ, এবং পরিমিত কাজের সময়সীমা নিরূপণ করার জন্য যেরূপ প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা গিয়েছিল একইভাবে অন্তর্দেশীয় নদীকেন্দ্রিক স্টিমশিপ বোটগুলিতেও বাংলার কর্মরত নাবিকরা এই অসাম্য নীতিগুলি দূরীকরণের জন্য আন্দোলন ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলিকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বহির্দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজগুলিতে কর্মরত বাংলার নাবিকদের স্বার্থে ***ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়নটি (ISU)***

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল অন্যদিকে নদীকেন্দ্রিক জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কল্যাণার্থে ১৯২৫ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠা ***বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নটি*** উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। ঔপনিবেশিক বাংলায় নদী এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের জলযানগুলিতে নাবিকদের কর্মজীবনের বিষয়টি বাংলার অনেক কবি এবং সাহিত্যিকেরা অনুধাবন করেছেন। বাংলার এই কবি–সাহিত্যিকরা তাঁদের নাবিক সম্পর্কিত লেখনীগুলির মাধ্যমে সমসাময়িক বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন কীরূপ ছিল তাঁর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলার নাবিক এবং তাদের কর্মজীবন সম্পর্কিত কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তাঁরার তিমির' কাব্যগ্রন্থের 'নাবিক' এবং 'নাবিকী' কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'সোনার তরী' কবিতা, এবং তাঁরই ছোটগল্পের মধ্যে 'ছুটি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সারেঙ', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'নোনাজল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাঙা বন্দর' ও 'তিমির তীর্থ' এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সুন্দরবনের চিঠি' প্রভৃতি।

গবেষণা সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন:

গবেষণা কার্যটি চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় আমি কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। এই প্রশ্নগুলি হল নিম্নরূপ –

প্রথমত: ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক হিসাবে কাদের চিহ্নিত করব? এরা জাহাজের কাজে কীভাবে নিয়োজিত হয়েছিল? এদের লস্কর বলার যৌক্তিকতা কি? জাহাজ কর্মে এসকল শ্রমিকদের কি ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল? বাংলার নাবিকেরা ইউরোপীয় নাবিকদের দ্বারা কিভাবে বর্ণ এবং জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিল? লস্করেরা জাহাজে নিত্যদিন প্রতিকূল অবস্থায় কাজের মধ্যদিয়েও কীভাবে তাদের বেচে থাকার রসদ খুঁজে পেয়েছিল?

দ্বিতীয়ত: কেন ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকেরা সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল? বাংলায় কিভাবে ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU) গড়ে উঠেছিল? বাংলার নাবিকদের স্বার্থে এই ইউনিয়নটি কি ভূমিকা রেখেছিল? ISU এবং -এর পাশাপাশি বাংলায়

গড়ে ওঠা অন্য সকল সীমেন্স ইউনিয়নগুলি ঔপনিবেশিক এবং পুঁজি শোষণের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?

তৃতীয়ত: ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকেরা কিভাবে এবং কেন দেশান্তরিত হয়ে অভিবাসিত হয়েছিল? বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়কালে বহির্বিশ্বে জাহাজে কর্মরত নাবিকদের জীবন কেমন ছিল? এবং কিভাবে এই বিশ্বযুদ্ধ বাংলার নাবিক তথা লস্করদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল? কেন বাংলার নাবিকদের মধ্যে বহু নাবিক জাহাজের কর্মজীবন পরিত্যাগ করে বিভিন্ন উন্নতশীল দেশগুলিতে নাগরিকত্ব গ্রহণ করার জন্য পাথেয় হয়েছিল?

চতুর্থত: ঔপনিবেশিক বাংলার নাবিকদের সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে সামিল হওয়ার দিকগুলি কি ছিল? এরা কীভাবে পুঁজি শোষণ এবং ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী অবকাঠামোগুলি দূর করার জন্য সমাবেশ, হরতাল এবং ধর্মঘটের পথকে বেছে নিয়েছিল? এই ধর্মঘট এবং সংগঠিত আন্দোলনগুলিকে বাংলার সীমেন্স ইউনিয়ন কীভাবে পরিচালিত করেছিল? তৎকালীন সময়ে বাংলার সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি নাবিক জীবন সংগ্রামে কী ভূমিকা বহন করেছিল?

পঞ্চমত: ঔপনিবেশিক বাংলায় নদীকেন্দ্রিক এবং উপকূলীয় অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের জীবন কেমন ছিল? এই জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের পদোন্নতি লাভের প্রক্রিয়াগুলি কি ছিল? এই অভ্যন্তরীণ জলযানে বাংলার নাবিকেরা কোন দিকগুলি নিয়ে আন্দোলন এবং ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল? ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের নিয়ে বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের ভাবনাগুলি সামাজ জীবনে কী বার্তা বহন করেছিল?

গবেষণা উপাদান ও পদ্ধতি:

"ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭)" শিরোনামের গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য প্রথমিকভাবে ঔপনিবেশিক সময়কালে শ্রমিক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলি অনুধাবনের মাধ্যমে আমার ভাবনার মধ্যে নাবিকদেরও শ্রমিক হিসাবে কিভাবে চিহ্নিত করা যায় সেটির অনুসন্ধান চালিয়েছি। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন বাংলায় কলকাতা বন্দর এবং শহরকে কেন্দ্র

করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে পাট, বস্ত্র এবং এরই সঙ্গে আরও কিছু আনুষঙ্গিক শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের অবস্থানটি কেমন ছিল তা বাংলার স্বনামধন্য গবেষকদের গবেষণা কাজগুলির মাধ্যমে উঠে এসেছে যেখানে আমি বাংলার নাবিকদের অবস্থানটি অনুধাবন করতে পেরেছি। ঔপনিবেশিক শাসন এবং পুঁজি বিরোধী এই নাবিকরা শ্রমিক রূপে বিবেচিত হওয়ার জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত তা মার্কসীয় ভাবধারার মধ্যদিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। ঔপনিবেশিক ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার নাবিকদের নিয়ে মেরিনার ঐতিহাসিকদের গৌণ উপাদানগুলি (Secondary Sources) আমার গবেষণা কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু না হলেও গবেষণা কাজটির দিক নির্দেশনায় আমায় সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলার নাবিকদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলার বিভিন্ন কবি এবং সাহিত্যিকদের সাহিত্যকেন্দ্রিক লেখনীগুলির (Literary Sources) তাৎপর্য কী ছিল তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জানার চেষ্টা করেছি।

গবেষণাটির মৌলিকত্ব আনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। মূলত প্রাথমিক উপাদানগুলি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভসের (West Bengal State Archives, Kolkata) IB ফাইলগুলি থেকে বাংলার নাবিক সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যগুলিকে আমার গবেষণা কাজে ব্যবহার করেছি। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী মেরিটাইম আর্কাইভস, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের (Maritime Heritage Centre, Kolkata Port Trust, Kolkata) আকর উপাদানগুলি অনুসন্ধানের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছি যেগুলি আমার গবেষণা কাজকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া এই গবেষণা কাজকে উৎকৃষ্ট সম্পন্ন করার জন্য কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের (National Library, Kolkata) সংরক্ষিত পুরাতন পত্রপত্রিকা, দুস্প্রাপ্য পুস্তক ও পুস্তিকাগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। আবার এই গবেষণায় নতুনত্ব আনার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিজিটাল লাইব্রেরীর (Digital Library of the West Bengal Secretariat) মাধ্যমে বাংলার কিছু স্ট্যাটিস্টিক রিপোর্ট (Statistic Report) এবং ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার (District Gazetteer) গুলি লক্ষ্য রেখেছি। আমার গবেষণা ভাবনায় যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য Jstore, Internet Archives, Academia প্রভৃতি ইন্টারনেট মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থ এবং গবেষণা প্রবন্ধগুলির উপর সর্বদা লক্ষ্য রেখে আমার গবেষণা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যের সুবাদে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের Central Library এবং আমাদের ইতিহাস বিভাগের Departmental Library -

তে সংরক্ষিত আমার গবেষণা সম্বন্ধিত গ্রন্থ এবং গবেষণা জার্নালগুলি ব্যবহার করার অবকাশ পেয়েছি।

অধ্যায় বিভাজন:

ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক জীবন ও সংগ্রাম (১৯২০-১৯৪৭) শিরোনামের আমার গবেষণা সন্দর্ভের মূল আলোচনার ক্ষেত্রটি ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতীত মূলত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। অধ্যায়গুলি হল-

প্রথম অধ্যায়: ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত শ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশের ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিক স্বার্থে সীমেন্স ইউনিয়নের গঠন প্রক্রিয়া ও তার কার্যাবলী।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলার নাবিকদের বহির্বিশ্বে অভিগমনের মধ্যদিয়ে অভিবাসন লাভ এবং পরবর্তীকালে স্বদেশে আগত অভিবাসী নাবিকদের বিদেশে কর্ম সম্পাদনের স্মৃতিচারণা।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলার নাবিকদের দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন, সমাবেশ এবং ধর্মঘট (১৯২০-১৯৪৭)।

পঞ্চম অধ্যায়: বাংলায় নদীকেন্দ্রিক ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক জলযানগুলিতে বাংলার নাবিকদের কর্মজীবন।

প্রথম অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক বাংলায় নাবিকদের উত্থান, নিয়োগ, সংগঠন, কর্মপদ্ধতি এবং কাজের শর্তগুলি কেমন ছিল তা আলোকপাত করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলায় সীমেন্স ইউনিয়নের গঠন এবং ইউনিয়নটি বাংলার নাবিকদের স্বার্থে কী ভূমিকা নিয়েছিল তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে নাবিকদের বহির্দেশে অভিবাসন এবং দেশান্তরিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নাবিকদের কাঙ্খিত দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন, ধর্মঘট এবং সমাবেশে সম্মিলিত হওয়া বিষয়টি পরিস্ফুট করেছি এবং পঞ্চম অধ্যায়ে নদীপথ ও উপকূলবর্তী অভ্যন্তরীণ জলযানগুলিতে কর্মরত বাংলার নাবিকদের কর্মজীবনের চিত্রটি তুলে ধরেছি।

উপসংহার:

ঔপনিবেশিক শাসনকালে হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে কলকাতা বন্দরের উত্থান এবং এর বাণিজ্যিক কার্যপ্রণালীর মধ্য দিয়ে কলকাতা শিল্প নগরীর পত্তন ঘটেছিল। এই বিষয়টি বরুণ দে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৩৫ তম বার্ষিক সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পর বাংলার হুগলী নদীকে কেন্দ্র করে যে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে পাটকল এবং বস্ত্রকল ছিল অন্যতম এই কারখানাগুলি শ্রমিকদের আকর্ষণীয় কর্মস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারখানা শ্রমিকদের সঙ্গে শহর কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকার নির্মাণশৈলী, বন্দর ও সেতু নির্মাণে ব্যাপক সংখ্যক ঠিকা শ্রমিকের অবস্থানও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কলকাতা বন্দরের পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরটিও কলকাতা বন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে জলপথে বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যকে চালিত করেছিল। বাণিজ্যিক কাঁচামালগুলি হুগলী নদী তীরবর্তী শিল্প সমৃদ্ধ শহর কলকাতার কল-কারখানাগুলিতে জোগান দেওয়া ও সেখান থেকে শিল্পজাত পণ্য সামগ্রীগুলি বহির্দেশীয় এবং অন্তর্দেশীয় ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাজারজাত করার জন্য নদীপথে স্টিমার, বোট এবং সমুদ্রপথে বৃহত্তর জাহাজগুলির ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কলকাতা এবং চট্টগ্রাম এই দুটি বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলিতে বাংলার নাবিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এদের চলন্ত ভাসমান জাহাজের ইঞ্জিন রুম, অফিস ঘর রক্ষক, রান্নার কাজ, খাদ্য পরিবেশন ও চুল্লিতে কয়লা ঠেলার মত ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রগুলিতে কর্ম সম্পাদন করতে দেখা গিয়েছিল। বাংলার এসকল নাবিকেরা শ্রমিক রূপে জাহাজে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সময়কালে অধিকাংশ জাহাজগুলি ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রাধীনে থাকায় জাহাজে কর্মরত নাবিকেরা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি শক্তির দ্বারা শোষিত এবং নিপীড়িত হয়েছিল। বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে বাংলায় ***ইন্ডিয়ান সীমেন্স ইউনিয়ন (ISU)*** গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল যা ১৯২০ সাল নাগাদ সার্বিকভাবে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বাংলার নাবিকেরা এই ইউনিয়নটিকে অবলম্বন করে সমাবেশ, ধর্মঘট এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিশক্তি এবং দেশীয় মুনাফাখোর দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়েছিল। এরই মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ বাংলার বহু নাবিকদের জীবন এবং তাদের কর্মপন্থা ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছিল ফলে বহু নাবিক দেশান্তরিত হয়ে তাদের জীবন কাটিয়েছিল আবার অনেক সময় মহাসমুদ্রে

শত্রুপক্ষের আক্রমণে সলিল সমাধি হয়ে জীবন বিসর্জিত করেছিল। বাংলার হতাহত নাবিকদের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সীমেন্স ইউনিয়ন তাদের পরিবারের প্রতি ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিল। এই ইউনিয়নটি নাবিকদের নিরাপত্তা, উপযুক্ত বেতন, ভাতা, কাজের সময়সীমা এবং কর্মবিরতির উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের সংগঠিত করেছিল। এখানে বাংলার নাবিকদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধাগুলি পাওয়া মূল লক্ষ্য ছিল না। এদের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে দলগত রাজনৈতিক ভাবাবেগ অন্তর্নিহিত ছিল তাই এদের সংগ্রামী আন্দোলনগুলি ঔপনিবেশিক শাসনকে অবসানের দিকে ধাবিত করেছিল। বাংলার নাবিকদের সংগঠিত রূপে তাদের সংগ্রামী চেতনার আত্মপ্রকাশ ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বহন করেছিল যা আমার গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয়।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

১। E.J. Hobsbawm, *Labouring Men, Studies in the history of labour*, New York, Anchor Books, 1967.

২। E.P. Thompson, *The Making of the English Working Class*, London, Penguin Books, 1991.

৩। Sanat Kumar Basu, *Capital and Labour in the Tea Industry*, Bombay, All-India Trade Union Congress, 1954.

৪। সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ১৮৩০ – ২০০০,* কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭।

৫। Dipesh Chakrabarty, *Rethinking Working-Class History, Bengal 1890 – 1940,* New Jersey, Princeton University Press, 1989.

৬। Nirban Basu, *The Working Class Movement, A study of Jute Mills of Bengal 1937 – 47,* Calcutta, K. P. Bagchi & Company, 1994.

৭। Ranajit Das Gupta, *Labour and Working Class in Eastern India studies in Colonial history,* Calcutta, K. P. Bagchi & Company, 1994.

৮। Amiya Kumar Bagchi, *Capital and Labour Redefined, India and the Third World,* Delhi, Tulika Books, 2002.

৯। Subho Basu, *Does Class Matter?, Colonial Capital and Workers' Resistance in Bengal (1890 – 1937),* Delhi, Oxford University Press, 2004.

১০। Samita Sen, *Women and Labour in late Colonial India: The Bengal Jute Industry,* Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

১১। Rajat Ray, *Urban Roots of Indian Nationalism, Pressure Groups and Conflict of Interests in Calcutta City Politics, 1875 – 1939,* Delhi, Vikas Publishing House PVT LTD, 1979.

১২। Suchetana Chattopadhyay, *An Early Communist, Muzaffar Ahmad in Calcutta 1913 – 1929,* New Delhi, Tulika Books, 2011.

১৩। G. Balachandran, *Globalizing labour?, Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, Oxford University Press, 2012, p-10.

১৪। Aaron Jaffer, *Lascars and Indian Ocean Seafaring 1780-1860, Shipboard Life, Unrest and Mutiny,* Woodbridge, The Boydell Press, 2015.

১৫। G. Balachandran, *Globalizing labour?, Indian Seafarers and World Shipping, c.1870-1945*, New Delhi, Oxford University Press, 2012.

১৬। Rozina Visram, *Asians in Britain, 400 Years of History*, London, Pluto Press, 2002.

১৭। Vivek Bald, *Bengali Harlem and the Lost Histories of South Asian America,* Cambridge, Harvard University Press, 2013.

১৮। Laura Tabili, *'We Ask for British justice', Workers and Racial Difference in Late-Imperial Britain,* New York, Cornell University Press, 1994.

১৯। Rana, P. Behal, and Marcel Van der Linden (edited), *India's Labouring Poor, Historical Studies, c.1600-c.2000,* Ravi Ahuja, *Mobility and Containment: The Voyages of South Asian Seamen, c.1900-1960,* New Delhi, Cambridge University Press, 2007.